WELCOME

পরিচয়

মোঃ কবির হোসেন
প্রভাষক (অর্থনীতি)
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)

উৎপাদন ও সংগঠন

উপযোগ

কোন দ্রব্য বা সেবা দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। উপযোগ একটি ব্যক্তিগত মানষিক ধারণা।

উৎপাদন

উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোন দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকেই উৎপাদন বলে। মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকেই উপযোগ বলে।

উৎপাদক

উপকরণ সংগ্রহ থেকে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন এবং তা বাজাওে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব কাজ যিনি তদারকি করেন তাকে উৎপাদক বা সংগঠক বা উদ্যোক্তা হতে পারেন। ছোট বা মাঝারি কৃষিতে সাধারণত উৎপাদক এবং সংগঠক একজনই থাকে। কিন্তু কারখানার মালিক যখন নিজে ম্যানেজার হয়ে শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তিনি সংগঠক হলেও উৎপাদক নন। আবার কারখানার মালিক যদি আলাদা ম্যানেজার রেখে শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন করান তিনি সংগঠকও নন আবার উৎপাদকও নন। তিনি শুধু কারখানার মালিক। অর্থ্যাৎ যিনি সরাসরি উৎপাদন করেন তাকে উৎপাদক, যিনি শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন তিনি সংগঠক।

উপযোগের প্রকারভেদ

- রূপগত উপযোগ
- স্থানগত উপযোগ
- সময়গত উপযোগ
- সেবাগত উপযোগ
- মালিকানাগত উপযোগ

উৎপাদনের উপকরণ

কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য যেসব দ্রব্য বা সেবাকর্ম প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ বলে। উৎপাদনের উপকরণ মূলত চারটি। যথা-

- ভূমি
- শ্রম
- মূলধন
- সংগঠন

সংগঠন

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করাকে সংগঠন বলে। প্রকৃতপক্ষে সংগঠন ছাড়া উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রায় অসম্ভব। আধুনিক বিশ্বে উৎপাদন কর্মকান্ডে বিভিন্ন জন বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। এ দায়িত্ব সংগঠক দক্ষতার সাথে যোগ্যতা অনুযায়ী ভাগ করে দেন। এভাবে কর্মীদের সহায়তায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করেন। কিন্তু এই কার্য সম্পাদনে কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পারিক অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পারিক এই অধিকার ও দায়িত্ব কাঠামোই সংগঠন। সুতরাং সংগঠন হলো ব্যবসায়ের ভিত্তি।

সংগঠনের বিভিন্ন অংশ ধরে রাখা এবং লক্ষ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রুপরেখা তৈরী সাংগঠনিক কাঠামোর কাজ। তাছাড়া বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বন্টন, নিয়ম-শৃঙ্খলা গড়ে তোলা ইত্যাদি সাংগঠনিক কাঠামোর অন্তর্গত। ব্যবসায়ের আয়তন, উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিল্পের প্রকৃতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমিকের দক্ষতা প্রভৃতির উপর ব্যবসাযের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ভরশীল। সংগঠনের প্রধান সমস্যা হচ্ছে সম্মিলিত উৎপাদন অংশগ্রহণকারীদেও মধ্যে উৎপাদন বা আয়ের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা। তা না হলে কোনো সামাজিক সংগঠনই টেকসই হয় না।

ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও শাখার কাযকর্ম নির্দিষ্ট কওে ভারপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদেও পদগুলো ক্রমানুসারে সাজালে যে সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় তাকে সংগঠন চিত্র বলে। সংগঠন ব্যবস্থাপনা যত সুন্দও ও সুষ্ঠু হবে ব্যবসায়ের সাফল্য তত বেশি হবে।

সংগঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি
- ব্যবসায়ের কার্যাবলী নির্ধারণ
- কার্যাবলী বিভাগ
- কর্তব্য বন্টন
- অধিকার ও তার বন্টন

মোট উৎপাদন

বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যাবে, তাকে মোট উৎপাদন বলে।

উপকরণ	মোট উৎপাদন (একক)
৫	১২
৮	১৬
১১	২০

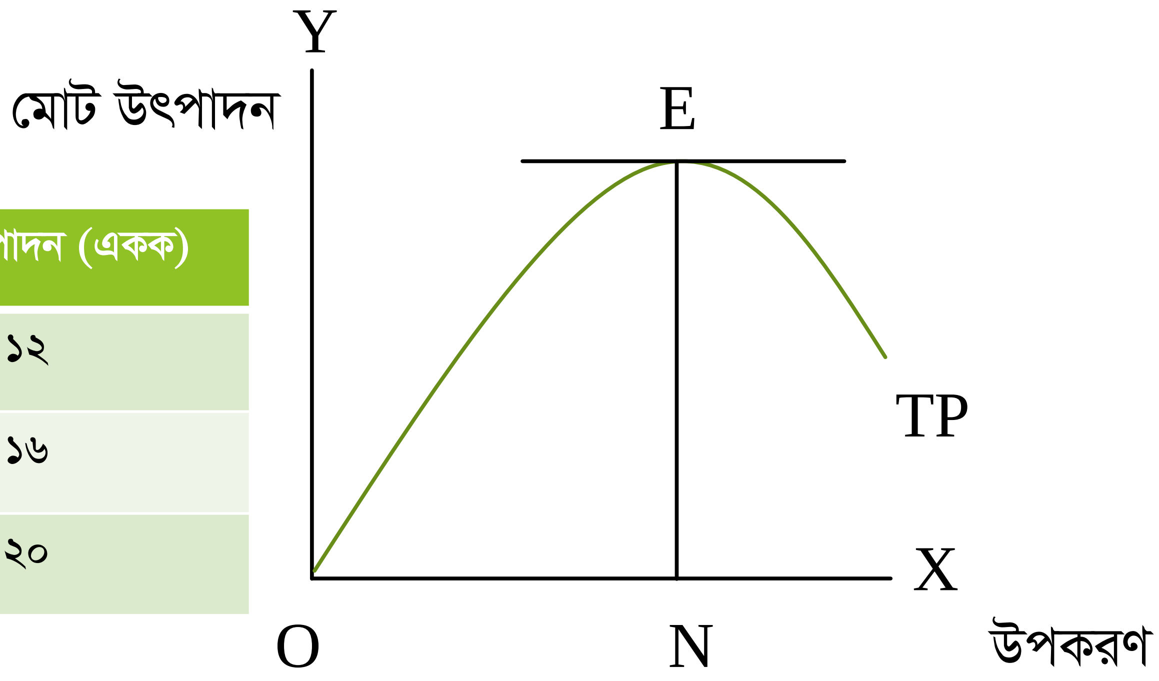

গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন

গড় উৎপাদন

মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায়।

$$\text{গড় উৎপাদন} = \frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$$

প্রান্তিক উৎপাদন

এক একক উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয়, তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক

উৎপাদনের উপকরণ	মোট উৎপাদন	গড় উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১	১০	১০	০
২	১৪	৭	৪
৩	২০	৬.৩৩	৬
৪	২৪	৬	৪
৫	২৭	৫.২	৩
৬	২৯	৪.৬৫	২

মোট উৎপাদন

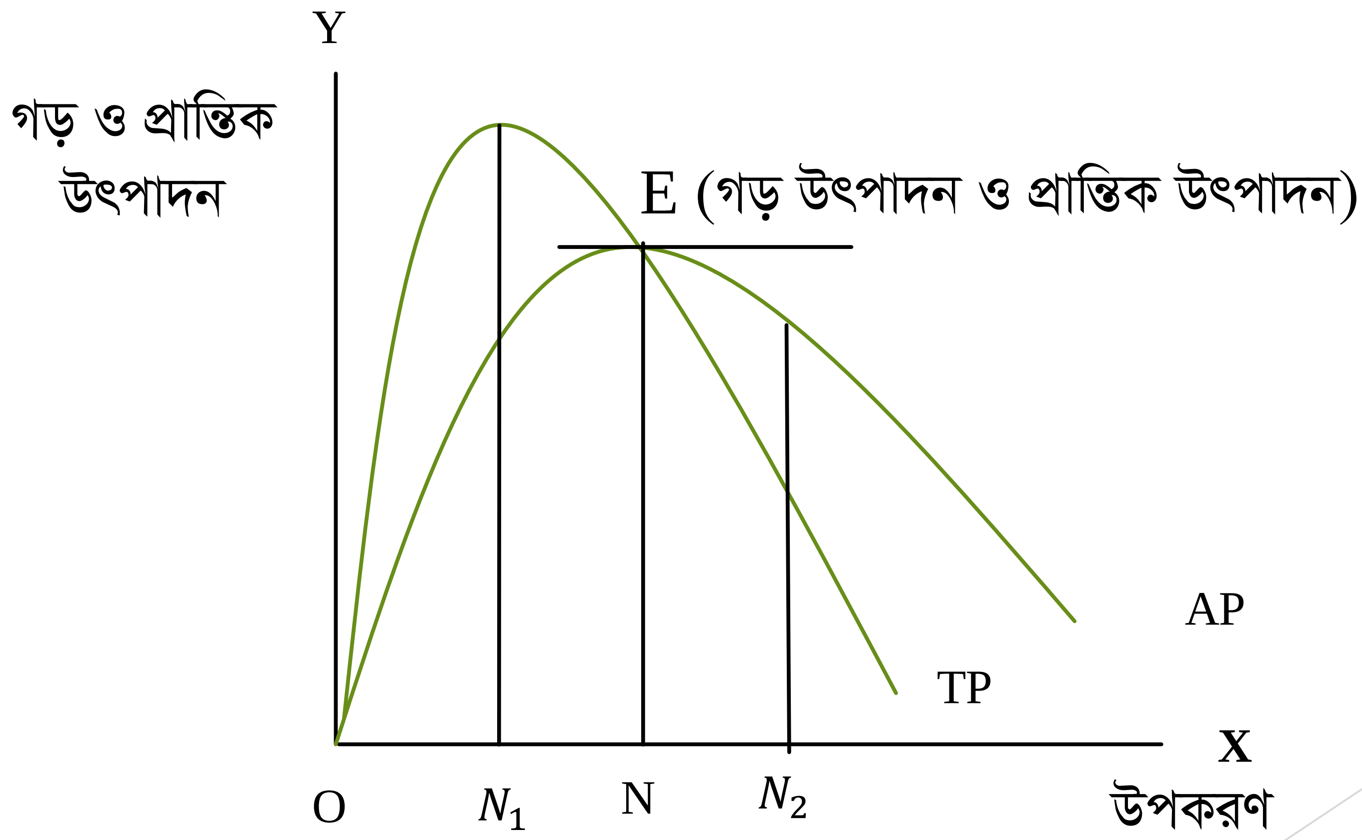

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধি করলে মোট উৎপাদন প্রাথমিক অবস্থায় ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি আরো বাড়ালে মোট উৎপাদন বাড়ে কিন্তু ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে প্রান্তিক উৎপাদন কমে। উৎপাদনের এই ব্যবস্থাকে বলে ক্রমাহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি।

ভূমি (বিঘা)	শ্রম (জন)	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (মণ)	প্রান্তিক উৎপাদন (মণ)
১ বিঘা	১	ক	১০	১০
১ বিঘা	২	খ	২২	১২
১ বিঘা	৩	গ	৩০	৮
১ বিঘা	৪	ঘ	৩৪	৪

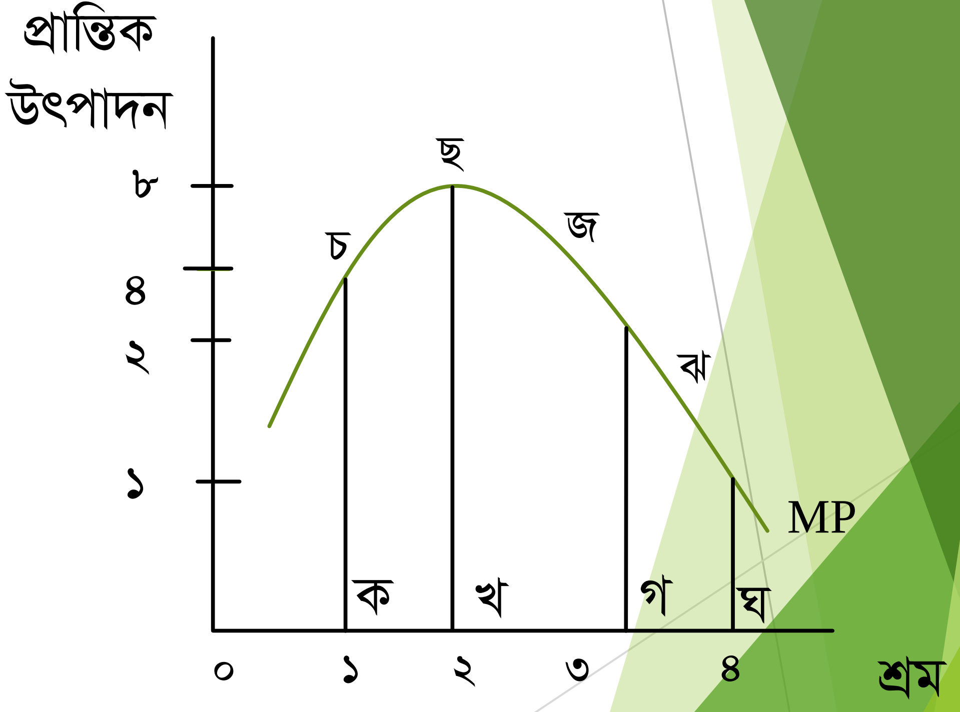

উৎপাদন ব্যয়

কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মোট উপকরণ বাবদ যে খরচ হয় তাকে মোট উৎপাদন ব্যয় বলে। যেমন- ১ বিঘা জমিতে ধান উৎপাদনের আনুমানিক মোট উৎপাদন ব্যয় নিম্নরুপ

জমি চাষ	= ৮০০ টাকা
সেচ	= ৬০০ টাকা
চারা	= ১০০০ টাকা
শ্রমিক	= ৩০০০ টাকা
সার ও কীটনাশক	= ১৫০০ টাকা
মোট খরচ	= ৬৯০০ টাকা

সুতরাং এক বিঘা জমিতে ধান উৎপাদনের মোট আনুমানিক খরচ ৬৯০০ টাকা

প্রকাশ্য ব্যয় ও অপ্রকাশ্য ব্যয়

প্রকাশ্য ব্যয়

উৎপাদনের উপকরণের জন্য যে ব্যয় করা হয় তাকে প্রকাশ্য ব্যয় বলে। যেমন- প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মানুষের বেতন ও ভাতাদি, কাচামাল বা অন্যান্য উপকরণ কেনার জন্য ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয়।

অপ্রকাশ্য ব্যয়

উদ্যেক্তার নিজের শ্রমের মূল্য অন্যান্য ব্যয় যেমন- নিজের বাড়িতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভাড়া বাবদ খরচ, নিয়োগকৃত নিজস্ব মূলধনের সুদ, নিজের শ্রমের মজুরী ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত ব্যয় ও সামাজিক ব্যয়

ব্যক্তিগত ব্যবসা’

সকল প্রকার প্রকাশ্য ব্যয় ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের সমষ্টিকে ব্যক্তিগত ব্যয় বলে।

সামাজিক ব্যয়

উৎপাদন কাজ পরিচালনার সময় সমাজের অন্যান্য মানুষ যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত নয় তারাও অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে ব্যয় তাকে সামাজিক ব্যয় বলে।

আপনার জিজ্ঞাসা

ধন্যবাদ